R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
**ইউনাইটেড ব্রীক্স**
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

**জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ**
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
*রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ*
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শক্রঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে ভাদ্র, ১৪১৮।
১৪ই সেপ্টেম্বর ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

## পরিস্রুত জল সরবরাহ নিয়ে জলঘোলা চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহর এলাকায় পরিস্রুত জল সরবরাহে এখনও কিছু সময় লাগবে। এ প্রসঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানীর জনৈক পদস্থ কর্মী মিঃ সেন জানান, জল ট্যাঙ্কি এলাকায় মাটির নিচে একটা মোটর বসানোর কাজে বাধা আসছে বলেই এই দেরী। মাল মেটেরিয়ালস সব কিছু মজুত থাকা সত্বেও বৃষ্টি বা মাটির নিচের জল উঠে গিয়ে কাজে বাধার সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে পি.এইচ.ই-র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ জানা জানান – নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করতে না পারায় ওদের পেমেন্ট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পরিষ্কারভাবে কোন কথাও বলছে না – আর কত দিন লাগবে। মাঝে ক্লোরিনের সাপ্লাই না আসার কারণ দেখাচ্ছিল।

## কংগ্রেস-সিপিএম থেকে আবার তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের জোতকমলে ৮ সেপ্টেম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল অফিসের উদ্বোধন করেন দলের মন্ত্রী ও তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুব্রত সাহা। তিনি মিঞাপুরে ওভার ব্রীজের দু'পাশের রাস্তার কাজ শুরু এবং ঐ এলাকার ইলেকট্রিকের পোলগুলো সরানোর কাজে বিদ্যুৎ দপ্তরকে ৬০ লক্ষ টাকা দেয়ার কথা জানান। জঙ্গিপুর এলাকায় কটেজ ইনডাষ্ট্রীজ গড়ার কথাও সুব্রতর ভাষণে প্রকাশ পায়। ঐ অনুষ্ঠানে ওসমানপুরের কংগ্রেস সদস্য হুরমুজ সেখ প্রায় ৪০০ সমর্থক নিয়ে, (শেষ পাতায়)

## ট্রান্সফরমার পুড়ে গিয়ে এলাকা অন্ধকারে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের দফরপুর অঞ্চলের খড়িবোনা গ্রামের ট্রান্সফরমার পুড়ে যাওয়ায় ঐ এলাকায় প্রায় এক সপ্তাহ থেকে অন্ধকারে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘ '৯৯ সাল থেকে এখানে ট্রান্সফরমারটি চালু আছে। বিদ্যুৎ পরিষেবায় কোন অসুবিধা আমরা ভোগ করিনি। হঠাৎ ঐ এলাকার হীরা ব্রিকফিল্ডে বিদ্যুৎ চালুর পরেই মাঝে মধ্যে ট্রান্সফরমারটি বিকল হয়ে পড়ছিল। হুকিং করে ঐ ইট ভাটায় কর্মীদের সহায়তায় বিদ্যুৎ পরিষেবা চলছিল বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেন। বিদ্যুৎ কর্মীরা ট্রান্সফরমার ঠিক করতে এলে এলাকার লোকের ক্ষোভের মুখে পড়েন। তারা কাজ না করেই চলে যান এবং থানায় মারধোরের অভিযোগ জানান। এরপর থেকেই এলাকা অন্ধকারে।

## প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা ও ধুলিয়ান সার্কেলের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের নিয়ে গত ৮ সেপ্টেম্বর আলোচনায় বসেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সাগির হোসেন এবং ডি.আই. অব স্কুলস্ আবদুল রোফ। তাঁদের বক্তব্যে মিড-ডে-মিল, শিক্ষকদের নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরা, রুটিন মাফিক পড়াশোনার দিকে নজর রাখা ইত্যাদি বিষয় বার বার উঠে আসে। সাগির জানান – এক সময় ঘরের অভাবে পড়ুয়াদের স্থান সংকুলান হতো না। এখন সে সব অসুবিধা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নাই। তাই আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে শিক্ষকদের সচেতন হতে বলেন সাগির।

## স্কুল ভোটে কোন দল জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে গত ১১ সেপ্টেম্বর ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএম থেকে মোট ১৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সেখানে ৬টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৪ এবং সিপিএম ২ দখল করে। কংগ্রেসের ভরাডুবি নেতাদের মধ্যে বিভ্রান্তি আনে। স্কুল ভোটে এ্যাম্বাসাডরে তৃণমূলের প্রচার শহরে নতুন মাত্রা আনে।

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির বালিয়া হাই স্কুলে গত ৪ সেপ্টেম্বর অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে অধীরপন্থী কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্ব মোট ১৮ জন প্রার্থী ছিলেন। ভোটকে ঘিরে মাইকে প্রচার, টি.ভি. চ্যানেলে এ্যাড সব কিছু প্রক্রিয়া চলে। ভোটের দিন খাওয়া-দাওয়ারও অঢেল ব্যবস্থা ছিল। শেষে তৃণমূলের ৬ জন প্রার্থীই বিপুল ভোটে জয়ী হন। সর্বোচ্চ মোট পান ৬৮৩ (শেষ পাতায়)

## রাজনীতির পালাবদলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজ গভঃ বডির নতুন কমিটিতে রাজ্য সরকার মনোনীত প্রার্থী হলেন বিকাশ নন্দ। উচ্চ শিক্ষা পর্ষদের এ্যাসিঃ সেক্রেটারী এক চিঠিতে জঙ্গিপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে এই খবর জানান। উল্লেখ্য, বিকাশ নন্দ জঙ্গিপুর কলেজের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ৮৬ থেকে টানা ৯৯ সাল পর্যন্ত সংসদ ছাত্র পরিষদের দখলে ছিল। উল্লেখ্য, ১৯৯৫ এ ছাত্রসংসদের নির্বাচনে বহিরাগত ছেলেদের হাতে কলেজ গেটের সামনে বিকাশ নির্মমভাবে প্রহৃত হন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
**গৌতম মনিয়া**
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে ভাদ্র বুধবার, ১৪১৮

## ভাবিবার সময় কবে আসিবে

খবরে প্রকাশ, এপার বাংলা এবং ওপার বাংলা - এই দুই দেশের মধ্যে বেআইনী লোক চলাচল তথা মালপত্র চলাচল পুরা মাত্রায় ঘটিতেছে। উভয় দেশের বিস্তীর্ণ সীমান্ত অঞ্চলে এইরূপ কাণ্ডকারখানা অব্যাহত রহিয়াছে। বনগাঁ পেট্রোপোল এই হিসাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছে। অবশ্য মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাগুলি কিছু কম যায় না। ভারত হইতে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ হইতে ভারতে মানুষের বে-আইনী যাতায়াত লাগিয়াই রহিয়াছে।

সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া আছে, অথবা সীমান্তরক্ষীবিহীন ফাঁকা স্থান আছে, সেই সব জায়গা দিয়া মানুষ আসিতেছে ও যাইতেছে। সীমান্তে যেখানে যেখানে উভয় রাষ্ট্রের চেকপোস্ট আছে, সেই সব স্থান দিয়া লোক চলাচল হইতেছে। চুপিসারে নহে, রীতিমত প্রকাশ্যে। সীমান্ত রক্ষীবাহিনী, কাষ্টমস্ অফিসার,যাঁহারা মানুষ ও মালপত্রের বে আইনী চলাচলে দেখভাল করার ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত,তাঁহারাই প্রকারান্তরে সব কিছু জানিয়া শুনিয়া যাতায়াতে মদত প্রদান করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

অবশ্য অনুপ্রবেশকারীরা উভয় দেশে সরাসরি প্রবেশ করিতেছে না। তাহারা এই আসা যাওয়ার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ (উভয় দেশেরই) যাহারা দালাল বলিয়া খ্যাত, তাহাদেরই সহায়তায় স্ব-উদ্দেশ্য পূরণ করিতেছে। উভয় দেশের মধ্যে 'নো-ম্যানস ল্যান্ড' বলিয়া চিহ্নিত স্থানে অনুপ্রবেশকারীরা জমা হয়। সেখানে দালালের সঙ্গে কথাবার্তা চলে ? দালাল তখন সীমান্তরক্ষীর সঙ্গে সমঝোতা করে। তারপর দালালের ইঙ্গিতে অনুপ্রবেশকারী অভিপ্রেত দেশে প্রবেশ করে। টাকা পয়সার লেনদেন দালালের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।

খবরে প্রকাশ বাংলাদেশীরা পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে অনুপ্রবেশ করিতে গিয়া বি.ডি আরকে ১০০ টাকা দিয়া 'নো ম্যানস ল্যান্ড' এ আসে। তখন এই দেশের দালাল তাহার নিকট হইতে ৩৬০ টাকা বা ৪০০ টাকা লইয়া বি এস এফ সেন্টির সঙ্গে পরামর্শ করে এবং কিছু পরে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী স্বচ্ছন্দে এই দেশে প্রবেশ করে। খবরে আরও প্রকাশ আধ ঘন্টার মধ্যে ২০ জন বাংলাদেশী এই পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে প্রবেশ করে। স্থায়ী অনুপ্রবেশকারীরা রাজনৈতিক দলের সহায়তায় এই দেশের রেশনকার্ড পায়, ভোটার হয়, প্রয়োজনবোধে স্বদেশ গিয়া কাজকর্ম চালায়। অস্থায়ী অনুপ্রবেশকারীদের বেশীরভাগই মালপত্র ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে লিপ্ত থাকে। কাষ্টমস-এর তরফে বলা হয়, বাংলাদেশ হইতে আসা বৈধ নাগরিকদের মালপত্র তাঁহারা পরীক্ষা করেন এবং যে সব মাল বাংলাদেশে রপ্তানী হয়, তাহাও তাহাঁরা পরীক্ষা করেন। কিন্তু লোক যাওয়া-আসা দেখার কাজ সীমান্তরক্ষীবাহিনীর, তাঁহাদের নয়।

শুধু বনগাঁ পেট্রোপোল সীমান্ত কেন,সব সীমান্তেই লোকজন যাতায়াত, মালপত্র লেনা-দেনার কাজ চলিতেছে। সীমান্ত এলাকার এক শ্রেণীর মানুষ এই কারবারে লিপ্ত থাকিয়া ধনকুবের বনিয়া যাইতেছে। চাল,চিনি,গম,লবণ,ঔষধ, নানা যন্ত্রপাতি পাচার হইতেছে। গো মহিষাদি বিপুল সংখ্যায় পাঠান হইতেছে। আর পশ্চিমবঙ্গে চাল, গম প্রভৃতির অস্বাভাবিক দর হইতেছে। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদীদের বেপরোয়া বোমা বিস্ফোরণে ভারতের প্রধান প্রধান শহরের রাজপথ আজ রক্তে লাল। ইহার মোকাবিলায় ভারত সরকারের ভূমিকা দেশবাসীকে হতাশ করিতেছে।

## বিদায় 'নিউজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড'

কৃশাণু ভট্টাচার্য

কেচ্ছা ছেপে লক্ষ লক্ষ পাঠকের চিত্ত জয় করত একটি সাপ্তাহিক। এক বছর, দুই বছর নয় – টানা ১৬৮ বছর ধরে লন্ডন থেকে প্রকাশিত সেই কাগজের সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১০ই জুলাই,২০১১। শেষ সংখ্যায় পত্রিকার ডায়িং ডিক্লারেশনের পাশাপাশি রয়েছে এক স্বীকারোক্তি যা আসলে বেআব্রু করে দিয়েছে বাজার অর্থনীতির যুগের গণমাধ্যমের জগতকেই। পত্রিকার প্রথম পাতায় ১৬৮ বছরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যার প্রচ্ছদের কোলাজ, আর তার উপরে জ্বলজ্বল করছে – 'থ্যাঙ্ক ইউ এন্ড গুডবাই' – ধন্যবাদ ও বিদায়। সেই সঙ্গে রয়েছে ছোট হরফে ডায়িং ডিক্লারেশন '১৬৮ বছর বাদে আমরা আমাদের ৭৫ লক্ষ পাঠকের কাছ থেকে দুঃখময় অথচ বিশেষ গর্বের বিদায় গ্রহণ করছি'। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে – "আমরা পথ হারিয়েছিলাম। একটা দুর্দান্ত ইতিহাসকে এভাবে কলঙ্কিত করার জন্য আমরা দুঃখিত"। ...আশা করি, ইতিহাস আমাদের এতগুলো বছরের কাজের মূল্যায়ন করবে"।

কি সেই কলঙ্কিত ইতিহাস ? কেচ্ছা বিক্রি করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বিশ্বের প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের মনোরঞ্জন করত এই পত্রিকা। সপ্তাহের প্রতি রবিবারে ব্রিটেন এবং অনলাইনে বিট্রেনের বাইরেও পৌঁছে যেত কেচ্ছা কেলেঙ্কারি – শিরোনাম হ'ত ডিউক এণ্ড হুকার, হ্যরিস রেসিস্ট ভিডিও সেম্, নেমড্ সেমড্ এরকম আরও কত কি। ১৮৪৩ সালে প্রথম যখন পত্রিকাটির জন্ম হয় তখন তার পাঠক ছিলেন ইংল্যান্ডের স্বল্পশিক্ষিত শ্রমিকশ্রেণী। তাদের কাছে যৌনতা, কুৎসা, রংচঙে মোড়কে বিপণন করলে জনপ্রিয় হওয়া যাবে এই আশায় মাসের পর মাস চলত একই খেলা। তারপর লোভ বাড়তে বাড়তে দেশের নানা জগতের বিশিষ্টদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কেচ্ছা প্রকাশ করে জনপ্রিয় হয়েছে এই সাপ্তাহিক। সংবাদের জন্যই তারা নামীদামী লোকের ফোনে আড়ি পাতত। কিছুদিন আগে কাগজের একজন সাংবাদিক এবং একজন পেশাদার ফোন হ্যকার গ্রেপ্তার হবার পর চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। প্রথমে নিজেদের নিরপরাধ প্রমাণের চেষ্টা করলেও তদন্তে বেরিয়ে আসে গ্রেপ্তার হওয়া সাংবাদিক অ্যান্ডি কোলসন ও ডেইলি স্টার পত্রিকার সাংবাদিক ক্লিভ গুডম্যান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক রেবেকা ব্রকসের প্রত্যক্ষ নির্দেশেই এভাবে ফোনে আড়ি পাততেন । এদের পরিচালনা করতেন লেস হিল্টন, যিনি বর্তমানে নিউ ইয়র্কের ডাও জোন্স গণমাধ্যমের কর্ণধার। হিল্টন আবার পত্রিকার মালিকদের এতোটাই কাছের যে মালিকদের জন্য স্যুভুইচ কেনার দায়িত্বও ছিল তাঁর উপর। তদন্তে একের পর এক এ জাতীয় যোগাযোগ উঠে আসায় স্বভাবতই বিব্রত হন মালিকপক্ষ। তদন্তে এও জানা যায় যে পত্রিকার মালিক প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের এতোটাই কাছের ছিলেন যে সরকারের কর্তারাও তাদের নানা গোপন খবর পত্রিকাতে দিতে বাধ্য থাকতেন। আপাততঃ অবশ্য প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন, উপ প্রধানমন্ত্রী নিক ক্লেগ, প্রধান বিরোধী দলনেতা এল মিস্কিব্যান্ড সবাই চেষ্টা করছেন কেচ্ছার এই কাগজটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ লোপাটের।

এত দহরম মহরমের কারণ অবশ্য পত্রিকার মালিক – এই পত্রিকার যিনি মালিক তিনি বর্তমানে শতাধিক গণমাধ্যমের মালিক, এদেশেও রয়েছে তাঁর মালিকানাধীন কয়েকটি শক্তিশালী টিভি চ্যানেল – রুপার্ট মাউক। স্টার আনন্দ সহ স্টার নেটওয়ার্কের সবকয়টি চ্যানেলের মালিক মার্ডক ছিলেন নিউজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ডেরও মালিক। তিনি ও তার ছেলে জেমস ও মার্ডক বর্তমানে ব্রিটিশ স্পাই ব্রডকাস্টিং এর নিয়ন্ত্রক হতে চান। আপাততঃ সেই সংস্থায় তাদের ৩৭ শতাংশ অংশীদারিত্ব আছে। তা আরও বাড়াতে চান মার্ডকরা। সেই সময়ে এই কেলেঙ্কারি তাদের কিছুটা বিব্রতও করছে। কাজেই বেকার হলেন ২০০ সাংবাদিক।

কিন্তু নিউজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার দুনিয়াব্যাপী গণমাধ্যমের জগতে একটা বৃহত্তর প্রভাব থাকবে। কেচ্ছা বিক্রি করে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন পৃথিবীর দেশে দেশে গণমাধ্যমের বর্তমান প্রবণতা। ভিত্তিহীন, প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ বা মিডিয়ার ভাষায় গসিপ বা স্ক্যাণ্ডাল দু'চারদিনের জন্য পত্রিকার বিক্রি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেয়। কিন্তু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী। তবুও মুনাফার জন্য অনেক কাগজেই এই সস্তা সংবাদ প্রকাশিত হয়। কেচ্ছা প্রকাশ করতে গিয়ে ধরা পড়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাও নতুন নয়। তবে ১৬৮ বছরের কাগজের বন্ধ হয়ে যাওয়া তো ব্যতিক্রমী বটেই। দেখা যাক, এ দেশে কিংবা অন্য দেশেও কেচ্ছা নির্ভর কাগজগুলির চরিত্রে কোনো অদলবদল হয় কি না ?

## গোলামের বংশবৃদ্ধি

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রতাপপুরের রতনবাবু খুব বড় জমিদার। গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত রাজা উপাধি না পাইলেও লোকে তাঁহাকে রাজা বলিত। তাঁহার বাড়ীকেও রাজবাড়ী বলিত। রতনবাবুর যৌবনকাল অতিবাহিত হইয়া প্রৌঢ়াবস্থা হইয়াছে। এতদিন তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। সম্প্রতি বৈদ্যনাথের মানসার ফলে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তাঁহার নাম রাখিয়াছেন 'বৈদ্যনাথ'। বৈদ্যনাথের বয়স আজ দুই বৎসর। রতনবাবু শেষ বয়সে (পরের পাতায়)

## গোলামের বংশবৃদ্ধি

(২য় পাতার পর)

এই পুত্ররত্ন লাভ করিয়া বিষয় কার্য্যে খুব মনোযোগ দিয়াছেন। একদা তিনি মফঃস্বলের কর্ম্মচারীগণের কার্য্যাদি পরিদর্শন জন্য তাঁহার জমিদারীর সামিল এক পল্লীগ্রামে গমন করিয়াছেন। বৈকালে গ্রামবাসী প্রজাগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ জন্য পদব্রজে পল্লী মধ্যে পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। রতনবাবুর পাল্কীর সর্দার বেহারা রামধনের বাড়ী এই পল্লীগ্রামেই অবস্থিত। সমস্ত গ্রামখানি প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি পরিশেষে রামধনের বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। রামধন তখন এক থেলে হুঁকায় তামাক টানিতেছিল। জমিদারবাবুকে দেখিয়া রামধন তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর রামধনের পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে রতনবাবু অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

রতন – রামধন ! তোমার ছেলেপিলে কয়টি ?

রামধন – এজ্ঞে হুজুর, আমার আটটী পুত্র।

রতন – অ্যাঁ তোমার আটটী পুত্র ! রামধন, তুমি ত বড় ভাগ্যবান ! তুমি গরীব লোক, তাও তোমার আটটী ছেলে, আর আমার অত টাকা, তবুও সন্তান ছিল না। এই শেষ বয়সে বহু মানসা, যাগ, যজ্ঞ করে তবে একটি মাত্র পুত্র হ'য়েছে। ওঃ তোমার আটটী ছেলে !

রামধন – হুজুর ভগবানের বিচার আছে তো। তিনি ঠিকই ক'রেছেন।

রামধনের এই কথা শুনিয়া রতনবাবু খুব রাগিয়া উঠিলেন ও বলিলেন 'কি রে বেটা ! আমি কি পাপ ক'রেছি যে আমার একটি পুত্র হবে, আর তুই কি পুণ্য করেছিস যে তোর আটটী পুত্র। বেটার কথা শুন দেখি, বলে ভগবানের বিচার আছে ত !

রতনবাবুর রাগ দেখিয়া রামধন সবিনয়ে কম্পিত স্বরে বলিল, 'হুজুর আপনাদের একটি ছেলে হ'লে আমাদের আটটী ছেলে দরকার। কেন না আটজন বেহারা না হ'লে ত একখানি পাল্কি চলবে না' – হুজুরের যদি আটটী পুত্র হ'ত তবে আমার আটষট্টী না হলে বেহারা সরবরাহ করবো কেমন করে। তাই বলছি ভগবান ঠিক বিচার করেছেন।'

কথাগুলি শুনিয়া জমিদার রতনবাবু খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বুঝিলেন দুঃখী লোকের সংখ্যা যদি বেশী না হইত, তাহা হইলে রাজরাজারার কাজ চলিত না। এই কারণে গোলামের বংশবৃদ্ধি ও অধিকাংশ বড়লোকেরই একটি পুত্র বা পোষ্যপুত্র।

## নৈরাজ্য

শীলভদ্র সান্যাল

রাম ! রাম ! কলেজের কথা আর বোল না !
ছোঁড়াটার বুঝি আর পড়াশোনা হোলনা !
কালে কালে শিক্ষার এ কী হাল হোল হে !
কাল গেল পলিটিক্স, লেক্‌চার কলহে !
বড় বড় রাজনীতি-দাদাদের তোল্লায়
লেখাপড়া বাদ দিয়ে গেল সব গোল্লায়
হৈ-হৈ চিৎকারে টেঁকা দায় পাড়াতে
ছেলেরা শিখছে শুধু দলবাজি, ক্যারাটে !
কলেজের চত্বর হ'ল রণক্ষেত্র
ঝাড় খায়, হামলায়, তেড়ে আসে ফের তো !
দঙ্গলে কোথা হ'তে কে যে মাথা ফাটালে
চ্যাংদোলা হ'য়ে 'খোকা' গেল হাসপাতালে
হায় একী দুর্গতি ! একী-অনাসৃষ্টি !
প্রশাসন-যন্ত্রের-ঠুলি-পরা দৃষ্টি !
কিল খেয়ে তাও সে কী চোখা চোখা বুলি সে !
গতিক সামাল দিতে ছুটে আসে পুলিশে !
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ক'রে দিয়ে বন্ধ
প'ড়ে পাওয়া ছুটি গুলো, সে তো নয় মন্দ !
আমি ভাবি, ছোঁড়াটাকে পাঠানো কী-জন্যে
কলেজের সব যদি গেল উচ্ছন্নে !
এমন অধঃপাত – এ যে প্রাণে সয়না !
সব কিছু হয় সেথা, পড়াশোনা হয় না।।


RAMEL INDUSTRIES Ltd.
Regd. Off-15, Krishnanagar Road, Barasat, Kolkata-700126

র‍্যামেল প্রযুক্তির উৎপন্ন সৌরবিদ্যুৎ
এখন উড়িষ্যার কোণায় কোণায়

র‍্যামেল মানে ভরসা
র‍্যামেল মানে আত্মবিশ্বাস
র‍্যামেল মানে প্রাণের বন্ধন

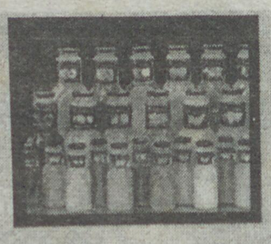
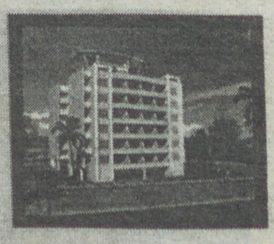
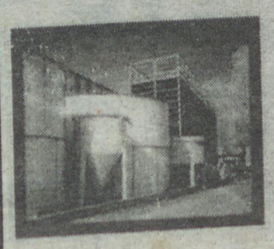
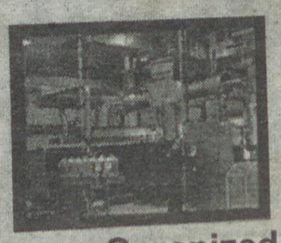

Organized and Published by Murshidabad Zone

## সিটু নেতা উদয় ঘোষ পরলোকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিপিএমের জেলা ও জোনাল কমিটির সদস্য এবং অল ইণ্ডিয়া বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের একজন উদয় ঘোষ (৫৯) ৮ সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৭০-৭১ সালে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর হাত ধরে উদয় রাজনীতিতে যোগ দেন। বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। ৮ সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি নিয়ে এক কনভেনসনেও উদয় উপস্থিত ছিলেন। ওখান থেকে বাড়ী ফিরে সন্ধ্যের দিকে বুকে যন্ত্রণা অনুভব করেন। জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনার পরই তিনি মারা যান। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে উদয়ের দুটো কিডনি আক্রান্ত হয়। এক বছরের ওপর তার ডায়ালেসিস চলছিল। ৯ সেপ্টেম্বর উদয়ের শোক মিছিলে জেলা ও মহকুমার অনেক নেতা থেকে সাধারণ কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

## উন্নতমানের চাষাবাদের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে ১০ সেপ্টেম্বর স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিষ্ট সার্ভিস এসোসিয়েশনের (সাটসা) ব্যবস্থাপনায় চাষীদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল। সেখানে উন্নতমানের চাষে সারের প্রয়োগ, জল সংরক্ষণ ও অল্প ব্যয়ে বেশী ফসল উৎপাদনের পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। সভায় কৃষিবিদ্‌রা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মৎস্য মন্ত্রী আবু হেনা ও পরিষদীয় দলনেতা মহঃ সোহরাব। প্রায় ২৫০ চাষী এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।


**জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ**
**এনেছে ঈদ, মহাপূজা ও দীপাবলীর**
**।। বিশেষ উপহার ।।**

- ★ MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯% (৬ বছর)
- ★ সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ৯.৫০ এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.০০%
- ★ ৮ বছরে টাকা ডবল হচ্ছে
- ★ NSC, KVP, LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
- ★ গিফ্‌ট চেক (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- ★ অল্প সুদে (মাত্র ১০% – ১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই – অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
- ★ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।
- ★ ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
- ★ ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

**জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ**
রঘুনাথগঞ্জ ☐ দরবেশপাড়া

শত্রুঘ্ন সরকার, সম্পাদক — মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, সভাপতি


## রাজনৈতিক সংঘর্ষে একজন খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গীপুরের গোফুরপুর বরজে গত ১২ সেপ্টেম্বর এক রাজনৈতিক সংঘর্ষে সিপিএম সমর্থক সেলিম সেখ (৫২) মারা যান। খবর, ঐ দিন সেলিম ও তার ভাই বাবুলের (৪০) উপর মসজিদতলায় সেলিমের চায়ের দোকানে একদল কংগ্রেস সমর্থক হামলা চালায়। সেলিম ও বাবুলকে আহত অবস্থায় জঙ্গীপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। সেখানে সেলিম মারা যান। সেলিমের পরিবার থেকে ১২ জনের বিরুদ্ধে থানায় খুনের অভিযোগ আনা হয়। কয়েকদিন আগে একটা বাচ্চা ছেলেকে মারধোরের ঘটনার জেরে এই আক্রমণ।

## চার দুষ্কৃতি পাইপগানসহ ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ গত ৯ সেপ্টেম্বর রাতে কাঁকুড়িয়া গ্রাম থেকে চারজন দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে একটি পাইপগান ও এক রাউণ্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। এদের চারজনেরই বাড়ী মালদার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। ডাকাতির উদ্দেশ্যে তারা ঐ এলাকায় অপেক্ষা করছিল বলে পুলিশ জানায়।


**হোটেলের জন্য কর্মী প্রয়োজন**

*হোটেল ও রেস্তোঁরার কাজে উপযুক্ত অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ চারজন কর্মী প্রয়োজন। পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি থাকলে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।*

হোটেল ইণ্ডিগোর কর্তৃপক্ষ
যোগাযোগ-৮০০১৩৬১৭০৯/৯০০২৯৮৭৫৩৮/০৩৪৮৩-২৬৬০২৩

**মহেন্দ্র দত্তের ছাতা**

প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা, ব্যাগ ও রেন কোর্ট এখন কোলকাতার দামে এখানেও পাবেন।

**পরিবেশক : চন্দ্রস্‌ সিণ্ডিকেট**
রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসের মোড়


## স্কুল ভোটে কোন দল জয়ী

(১ম পাতার পর)

হোসন আলি সেখ। আগের নির্বাচনেও জোসন কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে কমিটির সভাপতি হন বলে খবর।

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের জামুয়ার হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে সিপিএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে লড়াই এ কংগ্রেসের ছ'জন প্রার্থীই জয়ী হন। জামুয়ার অঞ্চলে দীর্ঘ বছর পর সিপিএমের এই পরাজয় এলাকাকে স্তম্ভিত করে।

## কংগ্রেস-সিপিএম থেকে আবার

(১ম পাতার পর)

তেঘরী থেকে জিয়াউল সেখ ও লাটু বিশ্বাসের নেতৃত্বে ১০০ কংগ্রেসী, নবকান্তপুর গ্রামের রফিকুল সেখের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও সিপিএমের প্রায় ৪০০ সমর্থক তৃণমূলে যোগ দেয়। এছাড়া পুর এলাকার ৭ নং ওয়ার্ডের ৪০ জন কং সমর্থক তুষার সেখের নেতৃত্বে ১০ সেপ্টেম্বর তৃণমূল সভাপতি তরিফুন বিবির বাড়ীতে এবং ১০ নং ওয়ার্ডের সভাপতি নেজাম সেখের বাড়ীতে বেশ কিছু কংগ্রেসী তৃণমূলে যোগ দিতে অঙ্গীকার করেন বলে খবর।

শারদ শুভেচ্ছাসহ
জঙ্গীপুরের গর্ব
**জঙ্গীপুর গিনি হাউস**
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob.-9434442169/9733893169


দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপটি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।